দৈনিক
জনকণ্ঠ

4 APR 2003
পৃঃ ৩ কলাম ৪

ঢালকানগর প্রাইমারী স্কুলের অর্পিত সম্পত্তি দখল করে নেয়া এই এ্যাডভোকেটটি কে?

শংকর কুমার দে ॥ কে এই এ্যাডভোকেট? এই এ্যাডভোকেটই দখল করে নিয়েছেন ঢালকানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্পিত সম্পত্তি। বহুজন গ্রাস করার জন্য জাল কাগজপত্র তৈরি করে এই এ্যাডভোকেটের ব্যর্থ চেষ্টা সরকারী মহলে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। কোটি টাকা মূল্যের ঢালকানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি দখল করে নেয়ার পর তাঁর সম্পর্কে নানা কেলেঙ্কারির খবর পাওয়া গেছে। তিনি এ্যাডভোকেট হলেও আইন ব্যবসার চেয়ে আদালতপাড়ার দুষ্ট দখলী ব্যবসার দিকেই তাঁর নজর বেশি। কোথায় অর্পিত সম্পত্তি, খাসজমি আছে তার সন্ধানে থাকেন তিনি সদা ব্যস্ত। ভূমি বিভাগের অসৎ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের উৎকোচের বিনিময়ে হাত করে জাল কাগজপত্র তৈরি করেন। তার পর তাঁর নিজস্ব লোককে জমির মালিক সাজিয়ে মামলার বাদী করে আদালতে মামলা ঠুকে দেন। আদালতে জাল কাগজপত্র দাখিল করে সরকার পক্ষের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের উৎকোচ দিয়ে হাত করে মামলা ওয়াক্তে বাদী সাজিয়ে কিংবা একতরফাভাবে মামলার রায় তাঁর পক্ষে নেয়ার চেষ্টা করেন। নানা ছলচাতুরীতে মামলার রায় পক্ষে নিয়ে সরকারী কর্মকর্তা, পুলিশ উপস্থিত করে জমি দখল করে নেয়া হচ্ছে। ঢালকানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্পিত সম্পত্তি এভাবেই এই এ্যাডভোকেট দখল করে নিয়েছেন। ঢালকানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমির মালিক ছিলেন রজনীকান্ত কর্মকার। ১৯৪৭ সালে দুই পুত্র লক্ষীনারায়ণ কর্মকার ও মধুসূদন কর্মকারকে রেখে তিনি মৃত্যুবরণ করার পর মধুসূদন কর্মকার তৎকালীন পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে চলে যান। অপর ছেলে লক্ষীনারায়ণ কর্মকারও ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর চলে যান ভারতে। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এই সম্পত্তি শত্রুসম্পত্তি ও পরে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে সরকার অধিগ্রহণ করে। ১৯৭৪ সালে সরকারের শিক্ষা বিভাগের কাছে এই অর্পিত সম্পত্তি হস্তান্তর করার পর ঢালকানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর থেকে ভূমি বিভাগের সকল কাগজপত্র বিদ্যালয়ের নামে রেকর্ড করা হয়েছে ও খাজনাপত্র দেয়া আছে।

এই সম্পত্তিটিকেই আশির দশকে ব্যক্তি মালিকানাধীন বলে আদালতে মামলা ঠুকে গ্রাস করার চেষ্টা হয়েছে। এখন যে এ্যাডভোকেট ঢালকানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অর্পিত সম্পত্তিটি দখল করেছেন, তিনিই ছিলেন বিদ্যালয়ের পক্ষের আইনজীবী। তখন থেকেই এই এ্যাডভোকেটের অর্পিত সম্পত্তিটির ওপর লোভাতুর দৃষ্টি পড়ে। ২০০৩ সালে বিদ্যালয়ের পক্ষের এ্যাডভোকেটই নাকি অর্পিত সম্পত্তিটি ক্রয়সূত্রে মালিক। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে এই জমির মূল মালিক ভারতে চলে গেছেন এবং স্বাধীনতার পর গত ৩৩ বছর ধরে সরকারী মালিকানাধীন জমিটির হঠাৎ করে এই এ্যাডভোকেট মালিক হলেন কিভাবে? ঢাকা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের রাজস্ব বিভাগ এই ব্যাপারে রহস্যময় নীরব ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে জাল কাগজপত্রের মাধ্যমে অর্পিত সম্পত্তির মালিকানার দাবিদার এ্যাডভোকেটের পক্ষে যাচ্ছে।

এলাকাবাসী জানিয়েছেন, সরকার ও ঢাকা জেলা প্রশাসন এই ব্যাপারে যথাযথ কার্যকর ভূমিকা নিলে সরকারের কোটি টাকার সম্পত্তি উদ্ধার তো হবেই, এমনকি জাল কাগজপত্র প্রস্তুতকারী প্রতারক চক্রের সন্ধান মিলবে। এই চক্রের এভাবে সরকারের অর্পিত সম্পত্তি, খাসজমি দখল করে নেয়ার আরও অনেক অজানা কাহিনী জানা যাবে। জাল কাগজপত্র তৈরি করে অর্পিত সম্পত্তি, সরকারী খাসজমি গ্রাস করাই হচ্ছে এই এ্যাডভোকেটের কাজ। এভাবেই ঢালকানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে বের করে দিয়ে বিদ্যালয়ের ভবন ভেঙ্গে দখল করে নিয়েছেন এই অর্পিত সম্পত্তিটি। কোটি টাকা মূল্যের এই অর্পিত সম্পত্তিটি দখল করতে তাঁকে সাহায্য করছে সরকারেরই একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারী।

ঢালকানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এই জালিয়াতি চক্রের হাত থেকে রক্ষার জন্য ইতোমধ্যেই এলাকাবাসীর পক্ষে বিক্ষোভ মিছিল, শিক্ষা অফিস ঘেরাও, প্রতীকী স্কুল স্থাপন করে পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীকে লেখাপড়া করানো হচ্ছে। রাজধানীর সূত্রাপুর থানাধীন ঢালকানগর এলাকায় বর্তমানে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। এই এ্যাডভোকেটের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করে এলাকাবাসী প্রতিদিনই নানা কর্মসূচী পালন করে যাচ্ছে।